নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৪, পৃঃ ৫৪-৬৫
©১৯৯৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বাজারমুখী সামাজিক গবেষণা এবং নৃবিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা

মোঃ নজরুল ইসলাম*

১. পটভূমি

লেখাটি প্রবন্ধকারের তিনটি গবেষণা প্রকল্পে কর্মের অভিজ্ঞতা উদ্ভুত।[১] শুরুতে তিনি দেশের সর্ববৃহৎ এনজিও গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি এনজিও'র গবেষণা প্রকল্পে বেইস লাইন জরিপ কর্মে মাঠ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন দেড় মাসের জন্য। পরবর্তীতে দেশের একটি স্বায়ত্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দুইটি গবেষণা প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে তিনি তিনমাস কাজ করেন। এই তিনটি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে প্রথমটি ছিলো বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বৎসরে গ্রাম পর্যায়ে কয়েক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যার পশ্চাতে ইউএসএইড বরাদ্দ করেছিলো ১০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার। এই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যম ছিলো গ্রামীণ পরিবেশে ক্ষুদ্র পর্যায় এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠা এবং ত্বরান্বয়ন যা পুঁজিবাদী মূলধারার উন্নয়ন ডিসকোর্সের অনুসঙ্গী। দ্বিতীয় গবেষণা প্রকল্পটি ছিলো কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ এবং সীমান্তে বাণিজ্য বিষয়ে যার প্রধান লক্ষ্য ছিলো কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পাশ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের তুলনায় বাংলাদেশের কৃষকদের পশ্চাৎপদতা এবং অবাধে ভারতীয় কৃষি পণ্যের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের মুল কারণ সমূহ নিরূপন। প্রবন্ধকারের দায়িত্ব ছিলো দেশের একটি জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ।[২]

উল্লেখ্য গবেষণা প্রকল্প পরিচালকের পক্ষ থেকে এ গবেষণায় কিছু পূর্ব-নির্ধারিত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হলেও মৌখিকভাবে বার বার গুরুত্বারোপ করা হয়েছিলো অংশগ্রহণকারী দৃষ্টিভঙ্গী (participatroy approach) প্রয়োগের মাধ্যমে গুণগত উপাত্ত সংগ্রহের সর্বশেষ প্রকল্পটি ছিলো মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাব মূল্যায়ণকে কেন্দ্র করে । ১৯৮৫-৯১ সাল পর্যন্ত এশিয়ান উন্নয়ণ ব্যাংক (এডিবি) সারা দেশের চার হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ত্বরান্বয়নে কিছু সহযোগীতা প্রদান করে এবং যার পশ্চাতে ব্যয় হয় প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার। মাধ্যমিক স্তরে দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার উপর এই প্রকল্পের প্রভাবগত মাত্রা নিরূপনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জরিপ কর্মে প্রবন্ধকারের দায়িত্ব ছিলো তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের সদস্য হিসেবে ঢাকা ও মাদারীপুর জেলায় প্রকল্পভূক্ত এবং প্রকল্প বহির্ভূত বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে প্রাসংঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ।

এই প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে প্রবন্ধকারের প্রকল্প তিনটিতে অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা প্রদর্শনগত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে। প্রবন্ধের শুরুতেই রয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার নামে

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

সম্পাদিত সময়ে বাংলা দেশে সামাজিক গবেষণার নামে সম্পাদিত কর্মগুলো নিয়ে বেশ কতগুলো জিজ্ঞাসা, যে জিজ্ঞাসাগুলোর মধ্যে দিয়ে দেখা দিচ্ছে সামাজিক গবেষণা নিয়ে পুণরায় ভাবনার তাগিদ। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে গবেষণার অন্তরালে ভ্রান্ত সাংস্কৃতিক উপসহাপনা প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা যা প্রত্যক্ষণমূলক নৃবিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে। সামাজিক গবেষণায় নৈতিকতার প্রসঙ্গে বেশ কয়েক দশক ধরেই জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়ে আসছে। প্রবন্ধকারের প্রত্যক্ষণকৃত গবেষণা প্রকল্পগুলোতে এই নৈতিকতার স্থলে কি করে অনৈতিকতার চর্চা হয়েছে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে সামাজিক গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে স্বয়ং সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যেই তিন ধরনের মত রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পগুলোতে তার কোনটিরই যে চর্চা হয়নি সে বিষয়টি অলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অংশে। গবেষণা করতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহকারীর কি ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হন বা হয়েছেন এবং আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে গবেষণা বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত কি তার কিছু নজির তুল ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অংশে। প্রবন্ধের শেষ অংশে গবেষণার মধ্যে দিয়ে কিভাবে এদেশে বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত রূপী এক নতুন শ্রেণী গড়ে উঠেছে যাদের প্রধান শ্রেণী চরিত্র মোসাহেবী, সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করার মধ্যে দিয়ে উপসংহার টানা হয়েছে।

২. বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণা এবং কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানের তর্ন্তভূক্ত জ্ঞাণকান্ড সমূহে বিশেষায়িত গুনিজনদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং বিভিন্ন দেশী, বিদেশী, বহুজাতিক সংস্থার অর্থায়নে ব্যাপক গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়ে আসছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু গবেষরা কর্ম জরিপ, কোন কোনটি পরিমাণগত এবং স্বল্প কিছু ক্ষেত্রে গুণগত গবেষরা হিসেবে চিহ্নিত। গবেষরা কৌশলগত দিক থেকে জরিপ এবং পরিমাণগত গবেষণায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র এবং আর আর এ কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। স্বল্প সংখ্যক গুণগত গবেষরায় গবেষরা কৌশল হিসেবে কেইস স্টাডি, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, পি,আর,এ কৌশল প্রয়োগের উল্লেখ থাকে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত এই ধরনের গবেষরা কর্মের বিশেষত প্রবন্ধকারের কর্মরত তিনটি গবেষরা প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে গবেষণা প্রকল্পে প্রয়োগকৃত গবেষণা কৌশল সমূহের প্রায়োগিক বাস্তবতা নিয়ে প্রবন্ধকারের তিনটি কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা তৈরী হয়ঃ **এক**. গবেষণা কর্মে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের পরিচিতি কি, গবেষণা কৌশল বিষয়ে তাদের কি ধরণের পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ রয়েছে এবং তাদের পক্ষে এই সকল গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা আদৌতে কতটুকু সম্ভব? **দুই**. প্রধান গবেষকের (যিনি সাধারণত প্রকল্প পরিচালক বা দল নেতা প্রত্যয়ে পরিচিত হন) সঙ্গে তথ্য সংগ্রহকারী যারা মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেন তাদের, প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের বন্টনগত অসম সম্পর্কের স্বরূপ এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবতা বা তথ্য উৎসের বাস্তবতার সঙ্গে উক্ত প্রকল্প পরিচালকের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ

সম্পর্কের ধরণ কিরূপ? তিন. গবেষণা কর্মে সংগৃহীত উপাত্ত সমূহের কতভাগ বাস্তবে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপিত হয়, কিংবা এই গবেষণা কাঠামোর প্রায়োগিক বাস্তবতার মধ্যে থেকে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপিত হওয়া আদৌ কি সম্ভব?

প্রকল্প 'এক'-এ প্রবন্ধকারের তত্ত্বাবধানে ১৩ জন তথ্যসংগ্রহকারী তথ্য সংগ্রহ করেছেন, যাদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি হচ্ছে, দুজন লোক প্রশাসনে স্নাতকোত্তর, একজন ইংরেজীতে স্নাতকোত্তর, দুজন সমাজতত্ত্বে স্নাতকোত্তর, একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর, চারজন স্নাতক পাশ এবং অবশিষ্ট তিনজন এইচএসসি পাশ। এদের কারো কোন প্রকার গবেষণা পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ ছিলোনা। প্রকল্প 'দুই'-এর তথ্য সংগ্রহকারীদের মধ্যে দুজন ছিলেন নৃবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর যাদেরই কেবল গবেষণা কৌশল বিষয়ে পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ ছিলো; একজন ইতিহাসে, একজন গণিতে, দুজন ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর এবং অবশিষ্ট জন এসএসসি পাশ। প্রকল্প 'তিন'-এ ২৬ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী তথ্য সংগ্রহকারী থাকলেও তাদের মধ্যে তিনজন মাত্র ছিলেন নৃবিজ্ঞানের এবং দুজন সমাজকর্মের যাদের পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ ছিলো।

এই গবেষণা প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিলিবন্টের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে প্রকল্প পরিচালকের। একটি প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালকের জন্য আড়াই মাসে সাড়ে চার হাজার ইউ, এস, ডলার (২,১৬,০০০ টাকা প্রায়) বরাদ্দ থাকলেও তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা হয় এক মাসের জন্য যাদের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হয় ১০,০০০ টাকা। একটি প্রকল্পে মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য বরাদ্দ ছিলো ১১০০০ ইউ, এস, ডলার যা খরচ করার একচেটিয়া ক্ষমতা প্রকল্প পরিচালকের থাকায়, তথ্য সংগ্রহকারীদের বেতন বাদ দিয়ে লেকে যাওয়া উদ্বৃত্ত অর্থের একটি অংশ দ্বারা তিনি নিজ অফিস কক্ষের জন্য এয়ারকন্ডিশন মেশিন ক্রয় করেন।

৩. সংস্কৃতির ভ্রান্তিবিলাস

প্রকল্প 'এক'-এর সংগৃহীত উপাত্ত থেকে ফলাফল বেরিয়ে আসে, বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ ত্বরান্বয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা পর্যাপ্ত পুঁজি এবং প্রশিক্ষণের অভাব। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত পুঁজি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারা যথাপোযুক্ত এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের স্রষ্টি হবে। কিন্তু এই প্রকল্পের আওতায় গবেষিত একটি ইউনিয়নের চিত্র থেকে দেখা যায়, সেখানে স্বাধীণতা উদ্ভব কাল লেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক প্রায় ১০০ কোটি টাকা[৩] ক্ষুদ্র ঋণ আকারে বিতারিত হলেও এন্টারপ্রাইজ গড়ে ওয়ার কোন লক্ষণই দৃষ্ট নয়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা হচ্ছে পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব তাহলে কি করে এন্টার প্রাইজ গড়ে ওয়ার প্রধান বাঁধা হতে পারে ? মূলতঃ তথ্য সংগ্রহকারীদের যথাপোযুক্ত গবেষরা পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে তারা এই গবেষণায় মূল উদ্দেশ্য উত্তরদাতাদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়। ফলে এরূপ ভ্রান্তির উদ্ভব। কেননা সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়

উত্তরদাতারা ধরেই নিয়েছিলো যে তথ্য সংগ্রহকারীরা হচ্ছে এন, জি, ও এর লোক যাদের নিকট পুঁজির সমস্যা উল্লেখ করলে পরবর্তীতে উক্ত এন, জি, ও থেকে পুণরায় ঋণ পাওয়া যাবে । এই গবেষণাতেই প্রবন্ধকার কর্তৃক কিছু গুণগত গবেষণা কৌশল (যেমন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, কেইস স্টাডি, প্রধান তথ্য সরবরাহকারী নিয়োগ) প্রয়োগ করে দেখা যায়, গ্রামীণ পরিবেশে ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ গড়ে ওঠার সমস্যা অন্যত্র এবং তিনটি কারণ এক্ষেত্রে প্রধানত ক্রিয়াশীল যা গবেষণা প্রতিবেদনে দৃশ্য হয়ে পড়েঃ **এক.** অর্থনৈতিক যুক্তিবাদিতা এবং সীমাহীন প্রতিদ্বন্দিতা প্রবণ অর্থনৈতিক মানসিকতার ক্ষেত্রে অনীহা, সর্বপোরি সাংস্কৃতিক যুক্তিবাদীতার উপস্থিতি। এ সকল ঋণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এরূপ পূর্বানুমান কাজ করেছে যে, ঋণের অর্থ পেলেই দরিদ্র জনগোষ্ঠী তা লাভজনক ব্যাবসায় বিনিয়োগ করবে যার মধ্যে দিয়ে তাদের অর্থ সামাজিক উন্নয়ণ ঘটবে। কিন্তু গবেষণা উপাত্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অনেক ঋণ গ্রহীতাই ঋণের অর্থ কোন প্রকার লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে পারিবারিক অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করেছেন। **দুই.** নির্দিষ্ট স্থানিক পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে প্রণীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মডেলের সার্বজনীন ইতিবাচকতা বিবেচনা। দেশের সকল অঞ্চলের জন্যই সংশ্লিষ্ট উন্নয়ণ সংস্থার ঋণ প্রকল্প কেন্দ্রিক প্রায় অভিন্ন নীতিমালা ছিলো যার মধ্যে দিয়ে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হতো। তার অর্থ কি এই যে, দেশের সকল অঞ্চলের কিংবা একই অঞ্চলের প্রতিটি গৃহস্থালীর আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা অভিন্ন? **তিন.** গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীতে অর্ন্তভূক্তির মধ্যে দিয়ে প্রস্তাবিত সুবিধাভোগীদের মধ্যে হিপোক্রেসীর ত্বরান্বয়ন।

পুঁজিবাদী উন্নয়ন ডিসকোর্সের অংশ হিসেবে এই সকল ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয় যে, মানুষ হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক থেকে যুক্তিশীল প্রাণী যে সর্বদা অর্থনৈতিক তুষ্টি সর্বোচ্চকরণে নিয়োজিত বিধায় স্বভাবতই অধিক পুঁজি পেলে তা এন্টারপ্রাইজে বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক লাভবানে মনোযোগী হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ঋণের অর্থের সিংহভাগ ব্যয় হয় বিভিন্ন পারিবারিক প্রয়োজন (যেমন ঃ চিকিৎসা, সন্তানের বিবাহ, জমি ক্রয়, দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহ) নিবৃত্ত করণে যেগুলোর পশ্চাতে কোন সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক মুক্তিবাদীতাকে চিহ্নিতকরণ দুরূহ। বরং নির্দিষ্ট সংস্কৃতিক যুক্তিবাদীতার অন্তঃনিহিত শক্তিই এর পশ্চাতে অধিক ক্রিয়াশীল।

কেইসঃ রসুলপুর গ্রামের অধিবাসী আয়ত আলী 'আমার তোমার উন্নয়ন' শীর্ষক সংগঠন[৪] থেকে গাভী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে শ্রাবণ মাসে এবং উক্ত অর্থ দিয়ে দুটি বকনা বাছুর ক্রয় করে। আয়ত আলী পেশায় কামলা এবং বসত ভিটার ঘর ব্যতিত তার অন্য কোন সম্পদ এবং সম্পত্তি কিছুই নেই। স্ত্রী ও তিন সন্তানসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন যাদের ভরণ পোষণ আয়ত আলীকেই নির্বাহ করতে হয়। অগ্রাণ মাসে প্রচন্ড বর্ষার কারণে আয়ত আলীর হাতে কোন কাজ নেই এবং তিনি বেকার। কিন্তু ঋণ গ্রহণের

পরবর্তী সপ্তাহ থেকেই তাকে ঋণের কিস্তি শোধ করতে হচ্ছে। বক্‌না বাছুর এক বছর প্রতিপালনের পর তা যখন বাচ্চা প্রসব করে দুগ্ধবর্তী গাভী হবে তখনই কেবল আয়ত আলী এই বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে শুরু করবেন। কিন্তু এই এক বছর ঋণের কিস্তি পরিশোধের মত কোন অর্থনৈতিক সামর্থ আয়ত আলীর নেই। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি প্রথমে একটি এবং পরবর্তীতে অপর বক্‌না বাছুরটি বিক্রি করে দেন। নগদ অর্থ গার্হস্থ্য ভরণ পোষনে ব্যয় হয়ে যায় এক সময় কিন্তু পরিশোধ হয় না ঋণের অর্থ। আয়ত আলী হয়ে পড়েন ঋণ খেলাপী। গাভীর খামার প্রতিষ্ঠার আশা তার দুরাশয়ে পরিণত হয়। এদেশের এরূপ উন্নয়ণ সংস্হাগুলো লেকে ঋণ গ্রহীতাদের একটি বড় অংশ আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে অয়েত আলীর মত। তাদের অনেককেই আয়ত আলীর মত ভাগ্যকেই বরণ করে নিতে হয়। কিন্তু যারা তাদের ঋণদেয় তাদের প্রেক্ষাপট আবার ভিন্ন। আযড়ম য়বলীর মত-রা ঋণের অর্থ কিভাবে খরচ করে কিংবা যে উদ্দেশ্যে ও খাতে ঋণ গ্রহণ করে আদৌ সে খাতে ব্যয় করে কিনা সে বিষয়টির অদারকি ঋণ দাতাদের অনেকেই করেন না। করার কোনরূপ দায়বদ্ধতাও তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট নয়। আয়ত আলীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তার ব্যসা পরিচালনার এরূপ স৮-কটাপন্ন অবস্হা এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধের অপারগ মুহূর্তেও ঋণ দাতারা তার কোন সাহাফভএ শরগয়ে আনেসি। কিংবা এগিয়ে আসার কোন বিধানও উওঃ উন্নয়ন সংস্হার হয়তো নেই। নির্দিষ্ট স্হানিক বাস্তবতা উপেক্ষা করে আয়ত আলীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠার পুঁজিবাদী উন্নয়ন স্বপ্ন দুঃস্বপ্নই থেকে যায়। শুধুমাত্র সংশিষ্ট আইনের চোখে অপরাধী হয়ে ওঠে রসুলপুরের আয়ত আলী।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রামীণ সমাজে যত্রতত্র বিভিন্ন সংগঠনের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কর্মসূচী ঋণ গ্রহীতাদের মণস্তাত্ত্বিক দিক থেকে হিপোএ্যাট করে তুলেছে। কেননা প্রবন্ধকারের প্রত্যক্ষণকৃত উপাত্ত থেকে দেখা যায় একই ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক সংগঠন থেকে ঋণ গ্রহণ করছেন, যদিও বাস্তবে তা স্বীকার করছেন না। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যেই অনীহা। এক সংগঠন থেকে ঋণ এনে অন্য সংগঠনের ঋণ শোধ করছেন অনেকেই। এমনকি কেউ কেউ ইতিমধ্যেই এই সকল ঋণের অর্থকে (ফাউ টাকা) হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করেছেন এবং একই সাথে চার পাঁচটি সংগঠন থেকে ঋণ গ্রহণের পর তা পরিশোধ না করেই গ্রাম ছেড়ে ঢাকা বা অন্য শহরে পলায়ন করছেন।

৪. নৈতিকতার রাহুগ্রাস

গবেষণা প্রকল্প 'এক'-এ মাঠ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মাঠ সমন্বয়কারীর সঙ্গে প্রবন্ধকারের বৈপরীত্যিক সম্পর্ক ঘণীভূত হয় তথ্যের খতশভসয়রতঢ়ভষশ কে কেন্দ্র করে। মাঠ সমন্বয়কারীর (যিনি উওঃ এনজিও'র স্হায়ী কর্মকর্তা) মতে, যেকোন গবেষণায় খতশভসয়রতঢ়ভষশ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জরুরী। কেননা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে গবেষণায় অর্থসংস্হানকারী দাতাদের পূর্ব প্রত্যাশিত/আকাঙ্খিত ফলাফল ভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদনই উপস্হাপন করতে হবে। অন্যাথায় দাতাসংস্হার কর্তারা নাখোস হলে নতুন কোন গবেষণা প্রকল্পে

অর্থ সংস্থান বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা প্রকট। সেই বাস্তবতায় তথ্য সংগ্রহকারীদের কর্তৃক দাতা সংস্থার যৌক্তিকতার বিচারে অস্বাভাবিক/অনাকাঙ্খিত কোন তথ্য বেরিয়ে এলেও তা পরিহার শ্রেয়। এমতাবস্থায় মাঠ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রবন্ধকারের সংকট ত্বরান্বিত হয় গবেষণায় নৈতিকতা শীর্ষক জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ অর্থই আমার, তোমার সকলের স্বার্থ, সুতরাং এই যুক্তিতে নৈতিকতার প্রশ্নকে অতিক্রম করতে হবে।

প্রবন্ধকারের কাছে কেন্দ্রীয় আগ্রহ এবং জিজ্ঞাসার জায়গা হচ্ছে, নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী থাকাকালীন তিনি এই দাতা সংস্থার অর্থযোগানকারী দেশগুলোর গবেষকদের লিখিত গ্রন্থতেই সামাজিক গবেষণায় নৈতিকতার গুরুত্ব পড়ে আসেন, আবার সেই দাতা সংস্থার কর্তাদের মনোতুষ্টি বিঘ্নিত হবার সংশয়ে তিনি গবেষণায় নৈতিকতা রক্ষা থেকে বিচ্যুত হন, এই বৈপরীত্যিক আত্মপ্রতারণার শিকার তাকে কেন হতে হয়?

এবার একটি নমুনা তুলে ধরা যাক্। মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহের কাজে তিন সদস্য বিশিষ্ট তথ্য সংগ্রহকারী দল পৌঁছেছেন মাদারীপুরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে-

প্রধান শিক্ষক (প্র)ঃ আপনাদের পরিচয়?

তথ্যসংগ্রহকারী দলনেতা (দ)ঃ আমরা ঢাকার একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি কাজে। (গবেষণাকর্মটি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।)

প্রঃ আপনাদের সঙ্গে কোন চিঠিপত্র আছে কি?

দঃ (গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রধান শিক্ষক বরাবর প্রেরিত চিঠি দ্বয়ের ফটোকপি দলনেতা কর্তৃক প্রদর্শন।)

প্রঃ (চিঠিদ্বয় পড়ার সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষকদের উদ্দেশ্য করে) কি বলেছিলাম না, একদিন এই স্কুলের প্রতি কর্তাদের সদয় দৃষ্টি পড়বে। দেখেন লোক চলে এসেছে ঢাকা থেকে এই যে, এই গালর্স স্কুলের নাম (প্রধান শিক্ষক কর্তৃক অন্যান্য শিক্ষকদের চিঠিদ্বয় প্রদর্শন)

অন্য একজন শিক্ষকঃ স্যার কি ব্যাপার?

প্রঃ বিজ্ঞান শিক্ষা। (দফতরীকে উদ্দেশ্য করে) এই বিজ্ঞান শিক্ষকদের ডাকো। বলো, তাদের জন্য সুখবর রয়েছে। তাদের উন্নয়নে ঢাকা থেকে লোক চলে এসেছে। রলিত বাবু (অন্য একজন শিক্ষক) এদের জন্য চায়ের বাবস্হা করুন। (দল নেতাকে উদ্দেশ্য করে) বলুন আপনাদের কিভাবে সেবা করতে পারি।

দঃ ১৯৮৫-৯১ সাল পর্যন্ত এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ণে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, যার আওতায় সারা দেশে ৪০০০ স্কুলকে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা হয়। যেমন- গবেষণাগার নির্মাণে বরাদ্দ, গবেষণা যন্ত্রপাতি সরবরাহ, বিজ্ঞান শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি)। প্রকল্প শেষ হয়ে যাবার পর এই পর্বে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হচ্ছে যার ভিত্তিতে নতুন করে প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। যেহেতু পূর্ববর্তী প্রকল্পের আওতায় আপনার স্কুল ছিলোনা, সুতরাং নতুন প্রকল্পে আপনার স্কুলকে অর্ন্তভুক্ত করা যায় কিনা সেটা যাচাই করতে আমরা এসেছি।

প্রঃ সাবাস-সাবাস্, আপনাদের সব ধরণের সহযোগিতা আমরা করবো। প্রকল্পে আমাদের স্কুলের অর্ন্তভূক্তির জন্য একটু ভাল করে সুপারিশ করবেন।

প্রধান শিক্ষকের নিকট তথ্য সংগ্রহকারী দল নেতার এরূপ বক্তব্য প্রদানের মধ্যে, প্রবন্ধকারের সংকটের জায়গা দুটিঃ প্রথমতঃ, এই গবেষণা প্রকল্পের সাথে এশিয়ান

উন্নয়ণ ব্যাংকের বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তার প্রকল্প নবায়ন বা নতুন প্রকল্প গ্রহণ কিংবা এই বিদ্যালয়কে অর্ন্তভূক্তির সম্ভাবনার কোন সম্পর্কই ছিলোনা। কেননা নতুন প্রকল্প গ্রহণের কোন পরিকল্পনা আদৌ এডিবি এর আছে কিনা তথ্য সংগ্রহকারীরা তা জানেন না। উপরন্তু উক্ত বিদ্যালয়েকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিলো দৈব চয়েনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ, উত্তরদাতা বিদ্যালয়কে তথ্য সংগ্রহকারী দল নেতা কর্তৃক বোঝানো হলো এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ। যেহেতু দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ, সুতরাং তাদের নিকট থেকে এই মন্ত্রণালয়ের রেফারেন্স প্রদানই তথ্য সংগ্রহের সহজতর উপায় হয়ে ওঠবে। কিন্তু বাস্তবে এই গবেষণা প্রকল্পের সাথে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ কোন যোগই ছিলোনা। সেক্ষেত্রে এই ধরণের গবেষণা প্রকল্পের পুরো বাবস্হার মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হয়ে সামাজিক গবেষরার নৈতিকতাকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধকারের নিকট চারটি জিজ্ঞাসা জরুরীঃ **এক.** তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক উত্তরদাতাকে মিথ্যে আশ্বাস ও আশা প্রদান করে তথ্য সংগ্রহের এই প্রবণতাকে পাঠ্য পুস্তকের গবেষরা ক্ষেত্র (research domain) কিভাবে মূল্যায়ন করবে? **দুই.** মিথ্যে আশ্বাসের মধ্যে দিয়ে সংগৃহীত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? অর্থাৎ উত্তরদাতা যে কোন কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বাস্তবতাকে অতিরঞ্জিত করছেন না বা চেপে যাচ্ছেন না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে? **তিন.** সামাজিক গবেষণার অর্ন্তরালে পুরো হিপোক্রিটিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সংগৃহীত এই তথ্যাবলীর দায় কার? উত্তরদাতার, গবেষণা পরিচালকের, গবেষণায় অর্থ সংস্হানকারী দাতাসংস্হার, নাকি তথ্য সংগ্রহকারীর? **চার.** গবেষণার এই পুরো কাঠামোর মধ্যে অংশগ্রহণকারী/অভিনয়কারী প্রতিটি চরিত্র কি একে অপরকে প্রতারনা করেন না?

৫. বাজারমুখী সামাজিক গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠতাঃ

গবেষণা প্রকল্প জ্ঞতিনঞ্চ-এ তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রবন্ধকার গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতা বিষয়ে আলোচনা তোলেন। প্রকল্প পরিচালকের নিকট তার জিজ্ঞাসা ছিলো, এই গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের অবস্হান এবং দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে তা নিয়ে। সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার বস্তু নিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী ত্বরান্বিত হয়েছে: ১. মূল্যনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী (value neutral approach) ২. আদর্শকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (normative approach) ৩. মধ্যবর্তী দৃষ্টিভঙ্গী (middle view)।

তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে প্রবন্ধকার প্রকল্প পরিচালককে প্রশ্ন করেন, এই গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে তারা কোন অবস্হান গ্রহণ করবেন? প্রকল্প পরিচালকের উত্তর ছিলো, তোমার নৃবৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ রয়েছে বিধায় তুমি হয়তো বিষয়গুলো জানো, কিন্তু তথ্য সংগ্রহকারীদের বেশীর ভাগেরই তা নেই বিধায় তারা এ বিষয়ে অবগত নয়। সেক্ষেত্রে আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গীই অনুসরণ করবোনা বরং তথ্য সংগ্রহকারীদের সকলেই যেহেতু এ ধরনের গবেষণা কর্মে পূর্ব অভিজ্ঞ, সুতরাং, তাদের প্রচলিত কৌশলের মধ্যে দিয়েই তারা তথ্য সংগ্রহ করবে।

গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠতা বিষয়ে প্রচলিত কৌশলের একটি নমুনাঃ গবেষণা প্রকল্প 'তিন'-এ তথ্য সংগ্রহকারী দল গিয়েছেন মাদারীপুরের একটি হাইস্কুলে যেটি এডিবি-এর মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের অর্ন্তভূক্ত ছিলো এবং যেখানে এই প্রকল্প থেকে বিজ্ঞান শিক্ষায় বিভিন্ন সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছেঃ

দলনেতা (দ)ঃ আপনাদের গবেষণাগারটি কোথায় যেটি করে দেওয়া হয়েছিলো এবং সরবরাহকৃত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদির কি অবস্থা দেখা যাবে?

প্রধান শিক্ষক (প্র)ঃ স্যার গবেষণাগার যেটি করে দেওয়া হয়েছিলো, সেটিতো বর্তমানে আমরা শ্রেণীকক্ষ হিসেবে বাবহার করছি (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফেসিলিটিজ্ বিভাগ কর্তৃক করে দেওয়া ভবণ) কেননা এখানে শ্রেণী কক্ষের স্বল্পতা রয়েছে। বর্তমানে শ্রেণীকক্ষেই শিক্ষকরা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা করাচ্ছেন।

দঃ এটা তো আপনাদের অন্যায় (ধমকের সুরে) আপনাদের যে কাজের জন্য যেটা সরবরাহ করা হবে, আপনারা সে কাজে বাবহার না করে অন্য কাজে বাবহার করবেন, এটাতো ঠিক নয়।

প্রঃ স্যার-গ্রামীণ পরিবেশে এটা না করে চলাও সম্ভব নয়। কেননা এখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি মোতাবেক প্রতি শ্রেণীতে যে পরিমান শিক্ষার্থী থাকার কথা, বাস্তবে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী। সেক্ষেত্রে তাদের স্থান সংকুলানই আমাদের মুখ্য দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

দঃ সেটা অন্য বিষয়। আপনাদের এই বিষয়টি নোট রাখা জরুরী । পাশ্ববর্তী তথ্য সংগ্রহকারীকে সম্মোধন করে এটা নোট করেন।

প্রঃ অত্যন্ত বিনীত সুরে- এখানে আসলে অনেক সমস্যা।

দঃ অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

প্রঃ তাড়াতাড়ি অন্য শিক্ষকদের হাতে দুইশত টাকা গুঁজে দিয়ে উনাদের জন্য খাবার নিয়ে আসুন। উল্লেখ্য এখন দুপুর ১-৩০।

পার্শ্ববর্তী তথ্য সংগ্রহকারীঃ দেখুন, আমাদের আহারের বিষয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথকভাবে অর্থের বরাদ্দ রয়েছে, দয়া করে যদি এই আপ্যায়ন থেকে রেহাই দেন, তবে ---

প্রঃ না স্যার, তা-কি হয়! আপনারা ঢাকা লেকে আমাদের স্কুলে এসেছেন ---

পরবর্তীতে তথ্য সংগ্রহকারীদের দুপুরের আহারের জন্য ব্যয়বহুল ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে করা হয়। প্রবন্ধকারের এই অভিজ্ঞতা নিজেই নিজেকে প্রশ্নের সম্মুখীন দাড় করায় গবেষরার বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে তৈরীহয় দুটি জিজ্ঞাসাঃ এক. সামাজিক গবেষরায় যে বস্তুনিষ্ঠতা শীর্ষক একটি ধারণা রয়েছে তা এই ধরণের গবেষণা কর্মে নিয়োজিত তথ্য সংগ্রহকারীদের ক-জন জানেন? দুই. যারা জানেন তাদের পক্ষে শক্তিশালীরূপে বিরাজিত/চর্চিত এই গবেষণা কাঠামোর মধ্যে থেকে চর্চা করা আদৌতে কি সম্ভব?

এই মাঠকর্মে প্রবন্ধকার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যখনই প্রসঙ্গটি তুলেছেন, তার দলের অপরাপর সদস্যরা প্রত্যুত্তরে বলেছেন, রাখেন ওসব ন্রবিজ্ঞানের কথা। ওসব রক্ষা করতে গেলে গবেষণা ও হবে না, তথ্য সংগ্রহ করা ও হবে না । অতো ভদ্র হলে আপনার সঙ্গে কেউ কথা বলে অযথা সময় নষ্ট করবেনা। উল্লেখ্য, এই গবেষণা কর্মে তথ্য সংগ্রহকারীরা ছিলো মাত্র এক মাসের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত এবং তাসদের প্রতিষ্ঠান থেকেও ক্ষমতার হুমকী প্রদর্শনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কোন নির্দেশনা ছিলোনা। উপরন্ত উত্তরদাতাদের কাছে তথ্য সংগ্রহকারীরা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগের এই দেউলিয়াত্বে। অসহায়ত্বের কথা বেমালুম চেপে যেয়ে

নিজেদেরকে বিশাল দমতাধর হিসেবে উপস্থাপন করছেন। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হচ্ছে, উত্তরদাতারা কি তথ্য সংগ্রহকারীদের বিশাল ক্ষমতাধর ভেবে নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন নি? এবং সেই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ ও আনুসঙ্গিকতাগুলো সমাপ্ত করেন নি?

৬. উত্তরদাতার মুখোমুখি তথ্য সংগ্রহকারী

গবেষণার অন্তরালে চর্চিত এই প্রক্রিয়ায় গবেষকরূপী প্রকল্প পরিচালক দৈবাৎ মাঠ পরিদর্শনে গেলেও মাঠপর্যায়ে উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্যসংগ্রহের একক দায় অর্পিত থাকে তথ্যসংগ্রহকারীদের সেক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বাস্তবতায় তারা কি ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীণ হন তা জানার কোন দায়বদ্ধতাই অনুভব করেন না এই গবেষণা পরিচালকেরা। নমুনা স্বরূপ কয়েকজন উত্তরদাতার বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারেঃ

আপনাদের আল্লাহর দোহাই লাগে, আপনারা এসব জরিপ করে দেশের কাগজ কলমের অযথা অপচয় করবেন না। এগুলো ইতিপূর্বে ও আমাদের উপর অনেক হয়েছে, কিছুতেই কিছু হয় না। অতএব এসব এখন আপনারা বাদ দেন। (গবেষণা প্রকল্প 'তিন'। উত্তরদাতাঃ একজন বিজ্ঞান শিক্ষক।)

ভাই আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনারে এখানে এই কাজে না পাঠিয়ে আপনার বেতনের টাকাটা যদি এখানকার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, তাহলে তারা কিছুটা হলেও উপকৃত হতো। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলে অযথা সময় নষ্ট ছাড়া এখানকার কৃষকদের কোন উপকারই হবে না। আপনার আগে কতজন এরকম এসে লিখে নিয়ে গেছে। কিছুই হয়নি। (গবেষণা প্রকল্প 'দুই'। উত্তরদাতাঃ জনৈক কৃষক।)

তুই কেনো এসেছিস, তোরে কে পাঠাইছে? তোর প্রধাণমন্ত্রী আসতে পারেনা? সে ঢাকা গদিতে বসে তোরে পাঠাইছে কৃষকদের খোঁজ করতে, নাপিত কোথাকার তু-ই যা তোর প্রধাণমন্ত্রীকে গিয়ে পাঠাগে-যা বলার তারে বলবো। (গবেষণা প্রকল্প 'দুই'। উত্তরদাতা-জনৈক কৃষক।)

কি সব জরিপ-টরিপ আজকাল প্রতিনিয়ত আসা শুরু হয়েছে এদের জন্য কোন কাজই করা যাবে না, যতসব ফালতু ঝামেলা। (গবেষণা প্রকল্প-তিন। উত্তরদাতা-স্কুলের জনৈক প্রধান শিক্ষিকা।)

প্রতিনিয়ত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত এধরনের বিরক্তিমূলক বক্তব্য, অবজ্ঞা, উপেক্ষার অভিজ্ঞতা শীর্ষক পরিস্থিতি থেকে প্রবন্ধকারের নিকট শুধু একটি জিজ্ঞাসাই জরুরী হয়ে ওঠে, একজন গবেষণা সহযোগী হিসেবে, সর্বপোরি একজন মানুষ হিসেবে নিজের কাছে নিজেকে কি হেয় মনে হয় না? এই ধরনের গবেষণায় অর্ন্তভূক্ত হবার মধ্যে দিয়ে তিনি কি মানসিক অর্ন্তদ্বন্দ্ব কিংবা আত্মপ্রতারণায় ভোগেন না? সেক্ষেত্রে তার দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের প্রকৃতি কিরূপ হবে? সেই তথ্যের মধ্যে দিয়ে বাস্তবতা কিভাবে উপস্থাপিত হওয়া সম্ভব?

৭. 'নৃবৈজ্ঞানিক পরিচিতি'-বাজার গবেষণার আকর্ষণীয় পণ্য

গবেষণা প্রকল্প 'দুই'-এ প্রবন্ধকার এবং তার অপর সহপাঠীকে নিয়োগ দেওয়া হয় নৃবিজ্ঞানের সার্টিফিকেটধারী বিধায়, কেননা গবেষণা পরিচালক গুণগত গবেষরা কৌশল প্রয়োগ করে উপাও সংগ্রহে আগ্রহী পরবর্তীতে গবেষণা প্রকল্পে অর্থসংস্থানকারী ব্যাংকের কর্তাদের সঙ্গেও এই দুই নৃবিজ্ঞানীকে গবেষণা পরিচালক

পরিচয় করিয়ে দেন এবং স্পষ্ট করেই বলেন, আমি নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা গবেষণা কর্মটি সমপন্ন করবো। কিন্তু প্রবন্ধকারের সঙ্গে গবেষরা পরিচালকের সংকট শুরু হয় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য গমনের শুরুতেই, যখন তাকে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রই ধরিয়ে দেওয়া হয় যেখানে উন্মুক্ত কোন উত্তর/বক্তব্য সন্নিবেশের সুযোগ নেই। মাঠে প্রবেশের পর প্রবন্ধকারের জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুরু হয় নতুন সংকট যা স্থানিক সার্বিক পরিস্থিতি উদ্ভূত। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী একটি এলাকায় জামাতে ইসলামী শীর্ষক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রচন্ড দাপট থাকায় প্রবন্ধকারের জন্য তথ্য সংগ্রহ দুরূহ হয়ে ওঠে। কেননা গবেষিত জনগোষ্ঠী ধরেই নিয়েছিলো যে, তিনি সরকারের লোক এবং সরকারের পক্ষে কাজ করতে এসেছেন। উল্লেখ্য গবেষণাকালীন সময়ে বাংলাদেশে আওয়ামীলীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ছিলো যাদের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে জামাতে ইসলামীর মতাদর্শিক এবং রাজনৈতিক দ্বান্দিকতা ক্রিয়াশীল। এমতাবস্থায় প্রবন্ধকারের সঙ্গে ও স্থাণীক জনগোষ্ঠীর মতাদর্শীক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং তাত্ত্বিক বৈপরীত্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং তিনি সাময়িকভাবে মাঠ ত্যাগ করেন। কিন্তু গবেষণা পরিচালকের নিকট প্রবন্ধকারের এই সিদ্ধান্ত বিবেচিত হয় অফিসিয়াল বিধি ভঙ্গের সামিল, কেননা তার জন্য মাঠে অবস্থানের নির্ধারিত সময়কালের পূর্বেই তিনি মাঠ ত্যাগ করেছেন। পরবর্তীতে প্রবন্ধকার গবেষণা পরিচালকের সঙ্গে দীর্ঘ বাগবিতন্ডা করে গবেষণা কর্ম থেকে স্বেচ্ছায় অব্যহতি গ্রহণ করেন । বাজার গবেষণায় লোভণীয় নৃবৈজ্ঞানিক পরিচিতির অপব্যবহার শীর্ষক এই ঘটণায় প্রবন্ধকারের কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা ছিলো দুটি।

নৃবৈজ্ঞানিক গুণগত গবেষণার অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে নক্শা পরিবর্তন শীল এবং যিনি মাঠ পর্যায়ে গবেষরা সম্পাদন করেন তিনি প্রয়োজনে এই নক্শা পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু প্রতাপশালী বাজারমুখী গবেষণায় নৃবিজ্ঞানী হিসেবে কর্মে অর্ন্তভূক্তির পর তথ্য সংগ্রহকারীরা কি গবেষণা পরিচালকদের নিকট থেকে সেই ক্ষমতা অর্জন করেন? উত্তরটা যদি সর্বক্ষেত্রে জ্ঞনাঞ্চ সূচক হয় তাহলে কেনো নৃবিজ্ঞানীর ক্যানভাসকে বড় করে তুলে ধরা?

নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে উপনিবেশিকতার সম্পর্ককে অস্বীকার করা দুরূহ। সেই বাস্তবতার ক্রমাগ্রসরমানতার সূত্র ধরেই উত্থিত হয় দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। বাজারমুখী গবেষণার যারা অর্থসংস্থান করেন, তারা কোন না কোনভাবে সেই নব্য উপনিবেশবাদীদেরই প্রতিনিধি সেক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানী তাদের নিকট আর্শীবাদপুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। গবেষণা পরিচালকেরা সেটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন বলেই কি নৃবিজ্ঞানের সার্টিফিকেটধারীদের গবেষণা কর্মে নিযুক্তি তাদের কাছে এতো জরুরী হয়ে ওঠে?

৮. 'সাহেবের মোসাহেব-এবং বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত গবেষক শ্রেণী'

স্কুলে কবি নজরুলের একটি কবিতা ছিল। শিরোনাম ছিলো, 'মোসাহেব'। শুরুটা ছিলো এরকমঃ 'সাহেব কহেন চমৎকার সে, চমৎকার/ মোসাহেব কহেন চমৎকার সে হতেই হবে যে, হুজুরের মতে অমত কার।' ঔপনিবেশিক পর্বে ইংরেজ বাহাদুরদের বলা হতো 'সাহেব' আর তাদের মোসাহেব ছিলো ভূস্বামী/সামন্তপ্রভু

জমিদার শ্রেণী। উপনিবেশ-উত্তরকালে ইংরেজ বাহাদুর রূপী সাহেবের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়েছে বৈ কমেনি। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য ডুবেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পশ্চিমা মুল্লুকের নতুন নতুন নয়া সাম্রাজ্য। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা হচ্ছে আজকের মোসাহেব কারা?

বাজার গবেষণায় সাহেব আজ সচরাচর চিহ্নিত হন 'কন্সালটেন্ট' প্রত্যয়ে। আর মোসাহেব? জমিদার যেমন ইংরেজ বাহাদুরের নিকট থেকে তালুক ভাড়া নিতো, আজকের ঠিকাদার রূপী গবেষকরাও এই জ্ঞকনসালটেন্টদেরঞ্চ নিকট থেকে সেই কার্যটিই করেন। পরিবর্তন শুধু জ্ঞপ্রত্যয়েঞ্চ পরিচিতিতে । ঠিকাদাররা যেমন কোন কাজের কন্ট্রাক পাবার প্রয়োজনে দরপত্র দাখিল করেন, গবেষকরাও দাখিল করেন 'প্রোপোজাল'। কর্মপ্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে কর্মদাতাদের যেমন উৎকোচ দিতে হয় ঠিকাদারদের পক্ষ থেকে, গবেষকরাও এই অদৃশ্য প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম করেন না। এবং আশার কথা এই যে ভাড়াটিয়া মাস্তান কর্তৃক পেশী শক্তির প্রদর্শন যেমন আজকের বাস্তবতায় ঠিকাদারী পাওয়ার অত্যাবশ্যকীয় অংশ, যেভাবে রাতারাতি গবেষক শ্রেণী গজিয়ে উঠেছেন, তাতে এই প্রক্রিয়া রপ্তকরণ তাদের জন্যও খুব কালক্ষেপণী হবে বলে মনে হয় না। তবে শ্রেণীগত দিক থেকে এই মহলের সঙ্গে যুক্ত করতে হচ্ছে বুর্জোয়া শব্দটি।[৫]

আজকের গবেষক মহলের অনেকেরই রয়েছে বিলাসবহুল বাড়ী, পরিবহনের জন্য আধুনিক মডেলের গাড়ী। অদৃষ্টের পরিহাস এদের কেউ কেউ এক সময় সিপিবি-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সময়ের কালপরিক্রমায় বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল ধারায় নিজেদের চেহারা, অবস্থান, মতাদর্শ, উপলব্ধি সব পাল্টে ফেলেছেন রাতারাতি। গবেষণার আলোচনার মাঝে এরা নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ মদ, বোম্বের রুটী রোমের জুতা, টোকিও-এর হোটেল, আর আর্মস্টারডার্মের সুন্দরী রমনীদেরও রমরমা গল্প শোনান। তাও শুনতে হয়। এখন তারা পুঁজিবাদের একনিষ্ঠ প্রবক্তা, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ইউএসএইড ইত্যাদি পুঁজিবাদী পৃষ্ঠপোষকদের ঘনিষ্ঠজন। মার্কসবাদ নাকি ছিলো তারুণ্যের রোমান্টিসিজম্।

৯. উপসংহার

সামাজিক গবেষণার রমরমা চর্চা এখন আমাদের মত দেশের গবেষণা বাজারে প্রচন্ড প্রতাপশালী। এর অন্তরালে কি হয় বা হচ্ছে, বা হওয়া সম্ভব তা গবেষণার মহত্বে বিশ্বস্ত অনেকেরই ভাবনার অতীত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী যখন গবেষণা নিয়ে পড়েন, বা শিক্ষক পড়ান, তখনকার অনুভূতি, মহত্ব রাতারাতি বদলে যায় যখন বাস্তবে গবেষণাকর্মে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। গবেষণার অন্তরালে এই স্ববিরোধিতা, দ্বৈততা প্রশ্নজর্জরিত করে তুলছে শুধু গবেষককে নয় বরং শিক্ষককে, শিক্ষার্থীকে, এমনকি গবেষণাকেন্দ্রিক এ ধরনের শিক্ষার আবশ্যকতাকেও।[৬]

সাড়ে চার মাস প্রত্যক্ষভাবে গবেষণা কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কয়েক মাস প্রবন্ধকার বেকার ছিলেন। আশা তখন দুরাশা, উৎসাহে নিরুৎসাহ, গবেষণার স্বপ্ন

যেনো দুঃস্বপ্ন, অবশিষ্ট শুধুই জিজ্ঞাসা ---। আপনজনদের জিজ্ঞাসা, কেনো বেকার বসে আছো এতো ভাল রেজাল্ট করার পরও? বন্ধু মহলের জিজ্ঞাসা, চাকুরীর চিন্তা বাদ দিয়ে দিয়েছো কিন না? খুব কাছের শুভাকাঙ্খীদের জিজ্ঞাসা, বেশী পড়াশোনা করনে কি মাথা বিগড়ে যায়? এই জিজ্ঞাসাগুলোর উদয় কি শুধুই নৃবিজ্ঞান পড়ার কারণে?

টীকা

১. প্রবন্ধটি লেখার দিকনির্দেশনা পেতে যার সাম্প্রতিক লেখালেখি সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছে তিনি তালাল আসাদ। পশ্চিমা মুল্লুকের এই অপশ্চিমা নৃবিজ্ঞানী কতৃক মূলধারার নৃবিজ্ঞান চর্চা নিয়ে উত্থাপিত জিজ্ঞাসাগুলো নৃবিজ্ঞান নিয়ে পুর্নভাবনার পথই প্রশস্ত করেনা, উপরন্তু প্রাতিষ্ঠানিক, তাত্বিক এবং পদ্ধতিগত লড়াইয়েরও ক্ষেত্র তৈরী করে (দেখুন, Asad 1993:Introduction; Asad and Dixon 1985)।

২. গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গোপণীয়তা রক্ষার্থে গবেষণা প্রকল্প তিনটিকে এই আলোচনায় এক, দুই ও তিন সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।

৩. প্রায় ১০০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের কথাটি প্রবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত উক্ত ইউনিয়নে কর্মরত বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার এ পর্যন্ত বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমানের যোগফল। এ ক্ষেত্রে গবেষরাকালীন সময়ে প্রবন্ধকার প্রতিটি উন্নয়ণ সংস্থার কার্ঠালয়ে গিয়েছেন এবং, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

৪. 'রসুলপুর' এবং 'আমার তোমার উন্নয়ন' উভয়ই কাল্পনিক নাম।

৫. শ্রেণী বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে Giddens and Held 1987: 69-71.

৬. বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক কিছু কিছু নৃবৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নসংস্থায় প্রয়োগ পর্যায়ে নৃবিজ্ঞানের ব্যবহারের মধ্যে বৈপরীত্যিক সম্পর্কগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নৃবিজ্ঞানকে বিভিন্ন চোখে দেখার তাত্বিক লড়াই নৃবিজ্ঞানের জন্মস্থল পশ্চিমা মুল্লুকে বেশ কয়েক দশক পূর্ব থেকেই জমজমাট। সেই বাস্তবতার ক্রমাগ্রসরমানতার সূত্র ধরে এদেশে লড়াইগুলো একেবারেই সাম্প্রতিক বিধায় হোচটটা খুব জোরালোভাবে অনুভুত হয়। প্রবন্ধটি এই সকল তাত্বিক পরিসর এবং প্রয়োগ পর্যায়ের লড়াইগুলোর কোন সুনির্দিষ্ট প্লাটফর্ম লেকে রচিত নয়। এ ধরনের একটি প্রবন্ধ একক কোন চোখ থেকে লেখা প্রবন্ধকারের পক্ষে সম্ভবপরও নয়। তার একটি বড় কারণ হতে পারে নৃবিজ্ঞানকে চেনা-জানা বা নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কের সময়গত স্বল্পতা এবং তারই সূত্র ধরে নৃবিজ্ঞান বিষয়ক পর্যাপ্ত পড়াশোনার অভাব। ফলে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে কখনও প্রসঙ্গ আনতে হয়েছে উন্নয়ন সংস্থাগুলোতে প্রয়োগ পর্যায়ে নৃবিজ্ঞান চর্চায় বহুল ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতির নৈতিকতা, বস্তুনিষ্ঠতা শীর্ষক ধারনাগুলো আবার একই সাথে জুড়ে দিতে হয়েছে এই ধারনাগুলোর প্রায়োগিক অসারতা এবং প্রয়োগের সম্ভাবপরতা নিয়ে জিজ্ঞাসা যা সাম্প্রতিক সময়ে তালাল আসাদের লেখায় বিবৃত।

তথ্যসূত্র

Asad, T. (1993) *Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Baltimore: John Hopkins Univ Press

Asad, T. and J. Dixon (1985) Translating Europe's Others. In *Europe and Its Others*, vol. I, ed. F. Barker et al. Cochester: Essex Univ Press.

Giddens, A. and D. Held, eds. (1987) *Classes, Power and Conflict: Classical and Contemporary Debates*. Macmillan Education Ltd.